ভোরের কাগজ

২৩/১১/২০০৩

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতা স্থবির

আবু নোমান সজীব রাবি থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক তৎপরতা স্থবির হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের আগে তাদের কিছু কর্মকাণ্ড চোখে পড়লেও চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ক্যাম্পাসে কোনো নেতাকর্মীর দেখা মিলছে না। মূলত ছাত্রদল ও শিবিরের মারভঙ্গী অবস্থানের কারণে অন্য কোনো সংগঠনের অস্তিত্বও এখন চোখে পড়ছে না।

অনুসন্ধানে জানা যায়, আশির দশকের শুরু থেকেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের প্রভাব বিস্তার শুরু হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের ৫ বছরে শাসন আমলে ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা ক্যাম্পাসে তাদের পূর্বের অবস্থান ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়। বিশেষ করে বিগত সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করার পরে ধীরে ধীরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির তাদের সংগঠনকে গুছিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। অপরদিকে ছাত্রলীগের অস্তিত্ব হয়ে পড়ে হুমকির সম্মুখীন। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশের সাহস পর্যন্ত পাচ্ছে না। ছাত্রশিবিরের আক্রমণের ভয়ে পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও তারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারছেন। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীর ওপর হামলা হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি ছাত্রলীগের মিছিলে অংশগ্রহণের অভিযোগে ইতিহাস বিভাগের একজন ছাত্রকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে বলে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আওয়ামী লীগ গত ৫ বছর ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে কোনো সুদৃঢ়ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। এছাড়া নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্কলহও সংগঠনকে শক্তিশালী ভিত্তি দিতে পারেনি। পিন্টু গ্রুপ ও শফিক গ্রুপ নামে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। এ দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। শফিক গ্রুপ ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। ফলে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে ছাত্রলীগ।

ছাত্রলীগের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে একাধিক ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে কথা বললে তারা নিজেদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন নেতা জানান, আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর অনেকেই মৌমাছির মতো সংগঠনে এসে জুটেছিল। তিনি নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথাও উল্লেখ্য করে বলেন, এতে সংগঠনের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

রাবি ছাত্রলীগ নেতা কাজল রায় ক্যাম্পাসের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রধানত সাংগঠনিক ব্যর্থতাকেই দায়ী করেন। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বেশকিছু নেতাকর্মী থাকা সত্ত্বেও সাবেক সভাপতির অদূরদর্শিতাও নেতৃত্বের যোগ্যতাহীন ইমেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগকে ক্রমে দুর্বল করে দিয়েছে। তিনি বলেন, গত ৫ বছরে অনুকূল পরিস্থিতিতে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে পারলে এ মুহূর্তে অন্তত পক্ষে কিছু একটা করা যেতো।

রাবি ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক পিন্টু অতীতের নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে এ প্রতিবেদককে জানান, গত বছরে সংগঠনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তিনি বর্তমানে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের প্রতি শিবিরের সহিংস মনোভাবকেই ছাত্রলীগের স্থবিরতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ্য করেন।